بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বদর যুদ্ধের পরবর্তি ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হচ্ছিল। এসব ঘটনা থেকে আমরা যেমন মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারি, সেখানে ইতিহাস পাঠে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে তোলে, সেইসাথে কিছু ভুল রেওয়ায়েতও চোখে পড়ে, যা ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা জনমানসে তুলে ধরেছে। এর ফলে বিরোধীরা ইসলামকে বদনাম করে এবং যারা উগ্র মুসলিম তারা তাদের অভিষ্ঠ লক্ষ্য পূরণের সুযোগ পায়।

আজ যে ঘটনাবলী আমি বর্ণনা করতে চলেছি সেগুলির মধ্যে প্রথম বর্ণনা হল উমায়ের বিন ওয়াহব-এর, যুদ্ধ পরবর্তিতে যে নিজের এবং তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) কে হত্যা করতে মদীনায় এসেছিল। সেখানে ঐশী নিয়তি তাকে পরিবর্তন করে তোলে এবং সে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পরেই দু'জন মুশরিক সাফওয়ান ও উমায়ের কাবা চত্বরে কাফির নেতাদের মৃত্যুর শোক পালন করছিল এবং বলছিল, এখন জীবিত থাকার ইচ্ছাই লোপ পেয়েছে। উমায়ের বলে, আমার যদি কোনো ঋণ না থাকত বা পরিবারের কোনো চিন্তা না থাকত তাহলে আমি জীবন বাজি রেখে হলেও মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতাম, এছাড়া সেখানে আমার পুত্রও বন্দি অবস্থায় আছে। একথা শুনে সাফওয়ান তার ঋণ পরিশোধ ও পরিবারের ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাকে মদীনায় যেতে উদ্বুদ্ধ করে। এরপর উমায়ের হত্যার পূর্ণ প্রস্তুতি

নিয়ে মদীনায় আসে। যখন সে মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত উমর (রা.) তাকে দেখে সন্দেহ করেন এবং মহানবী (সা.)-কে তার বিষয়ে অবগত করেন। এরপর তাঁর (সা.) নির্দেশে হযরত উমর (রা.) তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে হাজির করেন।

উমায়ের মহানবী (সা.)-কে জাহেলিয়াতের রীতি অনুযায়ী সালাম দিলেন। তখন তিনি (সা.) বললেনঃ হে উমায়ের! তোমাদের অজ্ঞতার সালামের চেয়ে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অনেক উত্তম অভিবাদন শিখিয়েছেন। উমায়ের বললেন, আমি আমার ছেলের বিষয়ে এসেছি, যে আপনাদের কাছে বন্দি হয়ে আছে। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এই তরবারির উদ্দেশ্য কী? কিন্তু উমায়ের আবার বললেন, আমি আমার বন্দির কথা বলতে এসেছি। এতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না! বরং আপনি এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া একদিন হাতেমের পাশে বসে বদরের নিহত লোকদের কথা বলছিলেন। একথা বলে মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল সব বর্ণনা করলেন। এ সব শুনে উমায়ের বিস্মিত হন এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমায়ের বলেন, যখন আমরা দুজনে এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম তখন সেখানে তৃতীয় কেউ ছিল না। তাই এটা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ আপনাকে বলেনি। উমায়ের তখন মক্কায় ফিরে যাওয়ার এবং মক্কাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর অনুমতি চাইলেন। মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দিলেন।

অপরদিকে সাফওয়ান মক্কাবাসীদের বলতে থাকে, আমি তোমাদেরকে একটি সুসংবাদ দেব যা তোমাদেরকে বদরের কষ্ট ভুলতে সাহায্য করবে। সে উমায়ের এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে প্রত্যেক আগমনকারীকে জিজ্ঞাসা করত। অবশেষে একদিন সে উমায়েরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পায়। উমায়ের মক্কায় পৌঁছে সরাসরি তার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারপর সাফওয়ানের কাছে গিয়ে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। সাফওয়ান উমায়েরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে তার দিকে ফিরে গেল।

বদরের যুদ্ধের পর অনেক লোক মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু কেউ কেউ কপটতাপূর্ণ মনমানসিকতা রাখত। যেমন, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যে মহানবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রের যৌথ সর্দার হওয়ার বাসনা রাখত, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আগমনে সেটা সম্ভব হয়নি, তখন সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

বদর থেকে ফেরার সময় মহানবী (সা.) অবহিত হন যে বনু সালিম ও বনু গাতফানের লোকেরা মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে মহানবী (সা.) বনু সালিম ও গাতফানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি তিনশত সঙ্গীসহ রওয়ানা হন। বনু সালিম ও বনু গাতফান মুসলমানদের এই আকস্মিক আগমনের খবর পেয়ে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় এবং পাহাড়ের চূড়ায় লুকিয়ে পড়ে। মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং সে সময় কেউ মহানবী (সা.)-এর মুখোমুখি হওয়ার সাহস পায়নি। যেহেতু এই লোকেরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, সেহেতু সে সময়ের সংবিধান অনুযায়ী তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা জায়েয ছিল। সুতরাং, একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, মহানবী (সা.) এ যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে পাঁচশত উট পেয়েছিলেন। এই অভিযানের জন্য মহানবী (সা.) পনের দিন মদীনার বাইরে অবস্থান করেন।

মহানবী (সা.) হিজরতের পর শাওয়াল ২ হিজরিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রথম মুসলমানদের ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন করেন। মহানবী (সা.) দুই ঈদ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, এ

দিনগুলোতে কেউ রোযা রাখবে না, বরং খাওয়া-দাওয়া করবে এবং আনন্দ করবে। উভয় ঈদেই তিনি (সা.) মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত ঈদগাহে যেতেন।

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেনঃ

ইসলামের ঈদগুলির মধ্যে একটি অদ্ভুত মহিমা রয়েছে এবং সেগুলি ইসলামের বাস্তবতার উপর একটি দুর্দান্ত আলোকপাত করে এবং ইসলাম কীভাবে মুসলমানদের প্রতিটি কাজকে আল্লাহ্‌র স্মরণে আবদ্ধ করতে চায় তা উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়।

বদরের যুদ্ধের পরে এবং উহুদের যুদ্ধের আগে দুটি সন্দেহজনক ঘটনারও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো সরাসরি পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে তা একটি বানোয়াট কাহিনী।

প্রথম ঘটনাটি হল আসমা বিনতে মারওয়ান নামে এক ইহুদি মহিলাকে হত্যা করা, অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। এর বর্ণনায় লেখা আছে যে, হযরত উমায়ের বিন আদী ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী। এটি ছিল রমজান ২ হিজরির শেষ দিনগুলির একটি। মহানবী (সা.) উমায়ের বিন আদিকে আসমা বিনতে মারওয়ান নামে একজন ইহুদি মহিলার কাছে পাঠিয়েছিলেন। বলা হয় যে তাকে পাঠানো হয়েছিল কারণ সে ইসলামকে গালাগালি করত এবং লোকদেরকে মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে উসকানি দিত, এবং (উস্কানিমূলক) কবিতা পাঠ করত। রাতের আঁধারে হযরত উমায়ের (রা.) তার ঘরে প্রবেশ করলেন। মহিলার চারপাশে তার শিশুরা ঘুমিয়ে ছিল এবং সে তার একটি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। উমায়ের তার বুকে তরবারি রেখে তাকে হত্যা করে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে মহানবী (সা.) এর পিছনে ফজরের নামায পড়লেন এবং মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করতে বললেন যে তিনি আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করে এসেছেন।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, উমায়ের বিন আদী যখন আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করেছিলেন, তখন মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, "তোমরা যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছে, তাহলে উমায়ের বিন আদীর দিকে তাকাও।" **'ইসতিয়াবে'** উমায়ের বিন আদীর বর্ণনায় লেখা আছে যে সে তার বোনকেও হত্যা করেছিল কারণ সে মহানবী (সা.)-কে গালি দিত।

হুযূর আনোয়ার বলেন, ইতিহাস ও জীবনীর কোনো কোনো গ্রন্থে এ ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও সিহাহ্‌ সিত্তা ও হাদীসের কোনো সহীহ গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। আসল কথা হল যে, পরবর্তীকালের কিছু লোক এ ধরনের কাল্পনিক ও বানোয়াট ঘটনা তাদের বইয়ে শুধু অন্তর্ভুক্তই করেনি বরং সেগুলোকে তাওহীদের অস্বীকারের শাস্তির অংশ হিসেবে তুলে ধরেছে।

আজকের মোল্লারা এই ধরনের ঘটনার বিষয়ে যুক্তি দিচ্ছে যে তাওহীদের অস্বীকারকারীকে হত্যা করা উচিত। যদিও ইসলামে ধর্ম অবমাননার কোনো শাস্তি নেই, কিংবা এ ধরনের ঘটনার কোনো বাস্তবতাও নেই। উদাহরণস্বরূপ, যদি এই হাদিসটির একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করা হয়, তবে জানা যায় যে এই হাদীসটি তার ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলার দিক থেকে দুর্বল, এটিকে বাতিলও বলা হয়েছে, এর একজন বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকিদী, যে একজন মিথ্যাবাদী। প্রজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকেও এই রেওয়ায়েত নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগে। যেমন, সাহাবী অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও একাকী কীভাবে এই মহিলার ঘরে পৌঁছেছিলেন? রাতের আঁধারে মহিলাটিকে কিভাবে খুঁজে পাওয়া গেল? যদি হাতড়ে হাতড়ে ঘরে প্রবেশ করেন তাহলে কেউ কেন জেগে উঠল না? হাতড়ে তিনি কিভাবে অনুমান করেছিলেন যে মহিলাটি শিশুকে

দুধ খাওয়াচ্ছে। তাছাড়াও, ভুক্তভোগী তার সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখেও নিজেকে রক্ষা করার বা একজন অন্ধ ব্যক্তিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেনি। মহিলার দৃষ্টিশক্তি থাকলেও সে কোনো শব্দ বা প্রতিরোধ করেনি। তার স্বামী সেখানে ঘুমাচ্ছিল এবং সে কিছুই জানত না। আর সর্বোপরি, অন্ধরা সাধারণত কণ্ঠস্বর দ্বারা চিনতে পারে, সেক্ষেত্রে অন্ধ সাহাবী কিভাবে জানলেন যে মহিলাটি আসমা বিনতে মারওয়ান কোন আওয়াজ না দিয়ে।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, মহিলাটি খেজুর সংগ্রহ করতে ভিতরে গেলে সে খেজুর তুলতে নিচু হয়ে যায়। তিনি (অন্ধ সাহাবী) বলেন, আমি ডানে বামে দেখি। এরপর মাথায় আঘাত করে মেরে ফেললাম।

হুযূর আনোয়ার বলেন, এ ছাড়াও অধিকাংশ রেওয়ায়েতে মহিলাটির নাম, হত্যাকারীর নাম, হত্যার সময় এবং ঘটনার পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে, যা প্রমাণ করে এই ঘটনা কাল্পনিক এবং বানোয়াট।

হুযূর আনোয়ার বলেন, চরমপন্থী মোল্লারা এ ধরনের বানোয়াট ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের সুন্দর শিক্ষার অবমাননা করেছে এবং এই মোল্লারা একই ধরনের বানোয়াট গল্প তৈরি করে আহমদীদের বিরুদ্ধেও চরমপন্থা প্রকাশ করে চলেছে এবং মানুষকে উস্কে দিচ্ছে।

হুযূর আনোয়ার বলেন, দ্বিতীয় ঘটনাটিও এর অনুরূপ, আমি পরে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
29 September 2023
*Distributed by*
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
*Distt*.....*Pin*.....*W.B*

**To,**
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in